MAY 21 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

যুগান্তর

১৫শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ২০ হাজার শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে

পিয়াস উদ্দিন রিমন

দেড় হাজার বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় ২০ হাজার শিক্ষককে নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অগ্রাধিকারভিত্তিক বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্প হিসাবে ৭৩১টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণাঙ্গ এমপিওভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন প্রায়। আরও ৮৫২টি শিক্ষা

এমপিও : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

এমপিও : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানকে আংশিক এমপিওভুক্ত করার কাজ চলছে। নতুনভাবে এমপিওভুক্ত ১ হাজার ৫৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ দিতে প্রতি মাসে সরকারের প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্যদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। এমপিওভুক্তিকরণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘদিনের চরম অনিয়ম-দুর্নীতি দূর করতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরপরও আংশিক এমপিওভুক্তির জন্য প্রস্তাবিত তালিকায় অনিয়মের অভিযোগের কারণে নতুন করে তালিকাটি তৈরি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে সংসদ সদস্যদের সুপারিশ। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম পিন্টু একে একে সব সংসদ সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের এলাকার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক এমপিওভুক্তির জন্য প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হয়েছে তার মধ্যে কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা উচিত বা উচিত নয় সে বিষয়ে তাদের মতামত নিচ্ছেন। এর ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে সেগুলো বাদ পড়ছে। মন্ত্রী পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতিমধ্যে এ রকম কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেছে। এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বীকৃতি, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, পাসের হারসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে। নিম্ন মাধ্যমিক থেকে হাইস্কুল বা হাইস্কুল থেকে কলেজে উন্নীত হওয়ার ফলে নতুন করে চাকরিতে আসা শিক্ষকদের সরকারি বেতনের আওতায় আনতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আংশিক এমপিওভুক্ত করা হচ্ছে। আগামী দু'চার দিনের মধ্যে আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপরই নতুনভাবে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করা হবে। আগে এসব প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার ঘোষণা দেয়ার পর তা স্থগিত করে দেয়ার অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন যুগান্তরকে বলেছেন, আংশিক এমপিওভুক্তির তালিকা প্রকাশ করে স্থগিত করা হয়নি। বরং ৮৫২টি প্রতিষ্ঠানকে আংশিক এমপিওভুক্তির নীতিগত সিদ্ধান্তের পর কোন ভুয়া প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্ত হয়েছে কি-না তা যাচাই করে দেখতে মন্ত্রী পর্যায়ে 'ডাবল চেক' করা হচ্ছে। কারণ টাকা দিয়ে কোন শিক্ষককে এমপিওভুক্ত হতে দেয়া হবে না। এইচএসসি পরীক্ষার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ব্যস্ত থাকায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করতে সময় লেগেছে। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, টাকার বিনিময়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে তা এখন ধরা না পড়লেও পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হলে এমপিও বাতিল করে দেয়া হবে। শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু যুগান্তরকে বলেছেন, অতীতের মতো টাকা দিয়ে এমপিওভুক্তি বন্ধ করতেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সুপারিশ নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেই সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছে।

নতুন করে এমপিওভুক্তির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। সরকার গঠনের দুই মাসের মাথায় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশে এ তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়।